বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

সদস্যপদ লাভ : ১৯৭৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর।

১৯৭২ এর ৮ আগস্ট বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন করে।

১০ আগস্ট '৭২ চীন বাংলাদেশের সদস্যপদের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম দেশ। সদস্যভুক্তিকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন কুর্ট ওয়াল্ডহেইম।

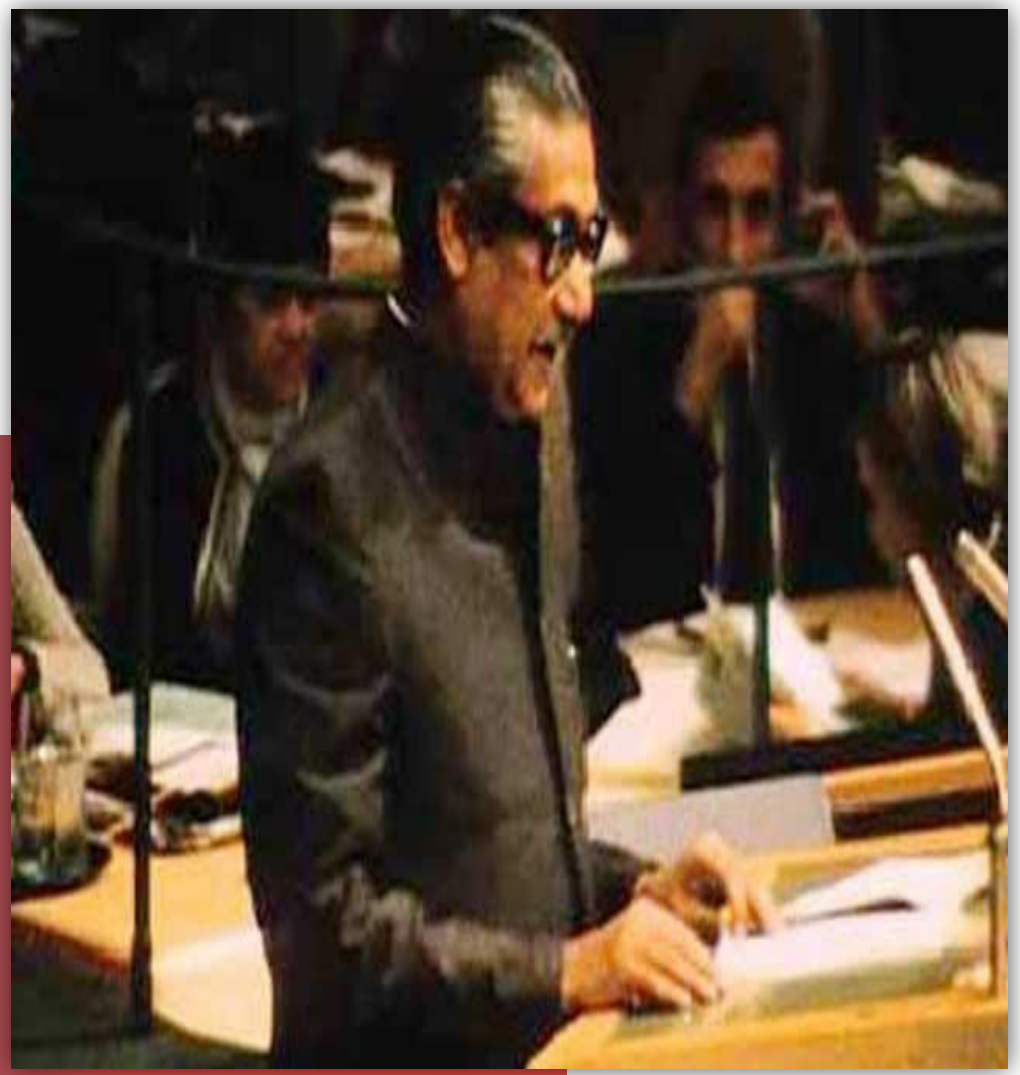

- শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২৯তম অধিবেশনে বাংলায় প্রথম ভাষণ প্রদান করেন।
- প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস.এ.করিম।

বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি : রাবাব ফাতিমা

- বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ২০০০-২০০১ সালের জন্য।

- বাংলাদেশ ইকোসকের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬-৭৮; ১৯৮১- '৮৩; ১৯৮৫ - ৮৭; ১৯৯২ '৯৪ এবং ১৯৯৬ - '৯৮ এবং ২০২০-২২ সালের মেয়াদে।

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্যপদ লাভ করে ১৭ মে ১৯৭২। ২০০২ সালে বাংলাদেশ WHO এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সদস্যপদ লাভ করে ২২ জুন ১৯৭২।
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সদস্যপদ লাত করে ১২ নভেম্বর ১৯৭৩।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাদার পরিমাণ জাতিসংঘের বাজেটের ০.০১%।

- ১৯৮৬-৮৭ সালে সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী
- সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
- বাংলাদেশ ১৯৮৩-২০০০ ও ২০০৬-২০০৮ মেয়াদে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য পদে ছিলো

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫২-তম অধিবেশনে প্রশাসন ও বাজেট সংক্রান্ত ‘পঞ্চম কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ইউনেস্কো বাংলাদেশের ভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ পরিবর্তনের মোকাবেলায় ভূমিকা রাখার জন্যে UNEP কতৃক Champion of the Earth পুরষ্কারে ভূষিত হন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ প্রদাণ করেন।

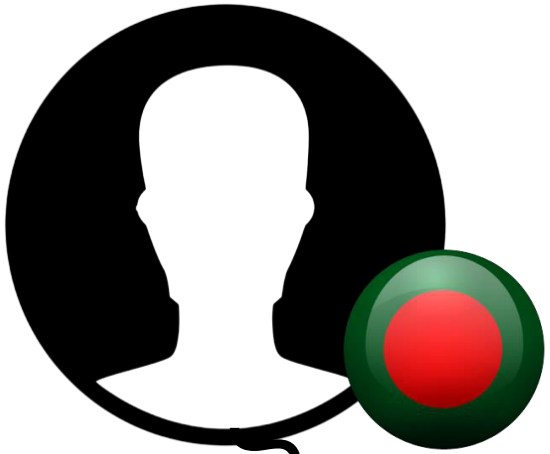

জাতিসংঘে উচ্চপদে

বাংলাদেশি

- জনাব এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া এসকাপের নির্বাহী সচিব হিসেবে (Under Secretary General)-এর পদমর্যাদায় ১৯৮১-১৯৯২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ সালে দায়িত্ব পালন করেন।

বিচারপতি টি. এইচ. খান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে ১৯৯৫ সালে দায়িত্ব পালন করেন।

মেজর জেনারেল আবদুস সালাম মোজাম্মিকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে ১৯৯২ - '৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

- মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হারুন অর-রশিদ জর্জিয়ায় জাতিসংঘ মিশন UNIMIG -এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- মিসেস সালমা খান সিডও এর কার্যকরী পরিষদের চেয়ারপার্সন হিসেবে ২০০০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

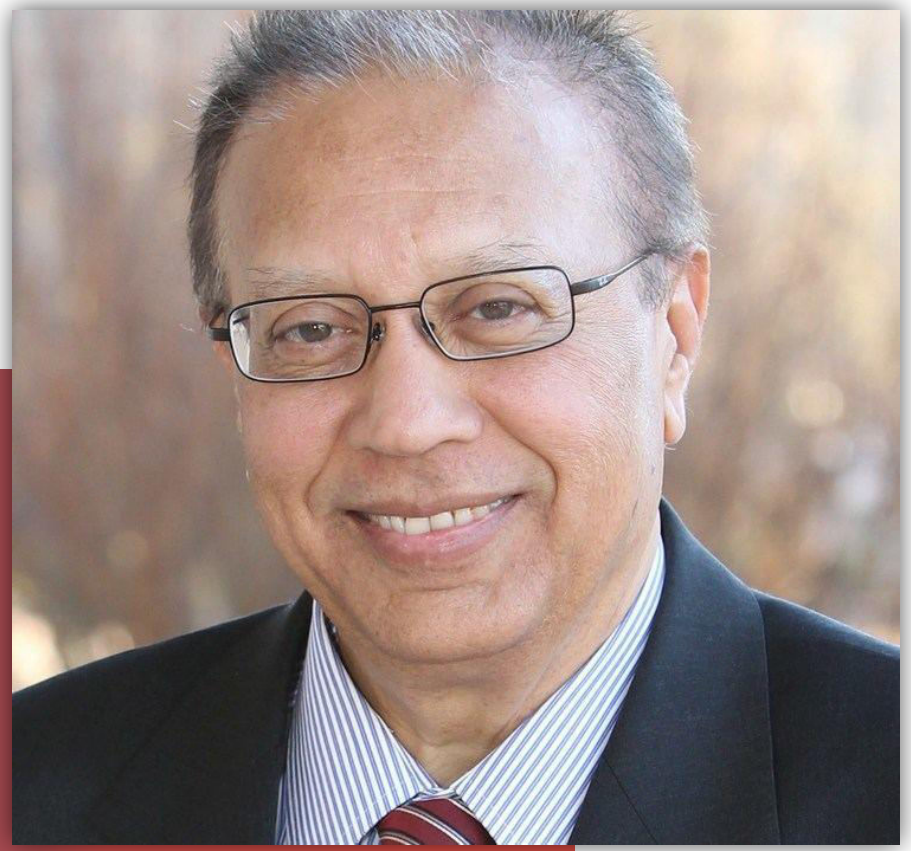

- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ২০০০ সালের জন্য ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন।
- ২০০২ সালের মে মাসে বাংলাদেশের প্রার্থী সালমা খান সিডও কমিটির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ড. ইফতেখার চৌধুরী ২০০০-২০০১ সালের জন্য জাতিসংঘ কমপেনসেশন কমিশনের (ইউএনসিসি) গভর্নিং কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

মিসেস সালমা খান সিডও এর কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদে ২০০৩-২০০৫ সাল মেয়াদে নির্বাচিত হন।

- ২০০৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ডব্লিউএইচও'র বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সভাপতি নির্বাচিত হন।

- জনাব শফি শামী ২০০০ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন।

- জনাব ওসমান গনি জাতিসংঘের বোর্ড অব অডিটর্সের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশের সাবেক কম্প্রট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

- ২৪ এপ্রিল ২০১২ আমিরা হক জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশের তৃতীয় এবং প্রথম নারী আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল।

- **IPU (Inter parliamentary Union)** এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন সাবের হোসেন চৌধুরী।
- স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন।

ধন্যবাদ